বিশ্বব্যাংক

তথ্য বিবরণী

গৃহালোকের কাজে বাংলাদেশে সূর্য্যরশ্নির ব্যবহার

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুত একটি অত্যন্স্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গবেষণায় দেখা গেছে আলোকায়ন এবং টেলিভিশন দেখা সহ প্রাত্যহিক বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজ ছাড়াও বিদ্যুতের উৎপাদনশীল ব্যবহারের সাথে পারিবারিক আয়-রোজগার বৃদ্ধির একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে। যে গ্রামে বিদ্যুৎ রয়েছে সে গ্রামে শিশুদের লেখাপড়ার সুবিধা হয় এবং তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

বিদ্যুতের ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। কারণ এখানে মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করে।

বাংলাদেশের ২০২০ সালের মধ্যে সারাদেশে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার একটি উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনা রয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক গ্রীডের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়। তাই বিদ্যুতায়নের জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগুলো যেমন সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তিসহ নবীকরনকৃত জ্বালানীসমূহ অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় "রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন এন্ড রিনিউবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" (আরইআরইডি)-র অধীনে এ ধরনের কিছু বিদ্যুৎ প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে হাতে নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের তিন বছর আগে সম্পন্ন হয়েছে- যা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

গঠনমূলক অংশীদারিত্ব, দক্ষ কারিগরী পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন- এই তিনটি বিশেষ উপাদান সোলার হোম সিস্টেমের সফলতার পেছনে কাজ করেছে। সোলার পদ্ধতিকে গ্রামীণ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (আইডিসিওএল), রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (আরইবি), পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস)-সমূহ , মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশন (এমএফআই)-গুলো এবং বেসরকারি খাতের ব্যাটারী প্রস্তুতকারী এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহকারীরা একটি চমৎকার পঞ্চশীল অংশীদারীত্ব গড়ে তোলে। বেসরকারি উদ্যোক্তারা কম দামের সোলার প্যানেলের নকশা ও ব্যাটারী তৈরি করে যেগুলো স্থানীয় পরিবেশে সংরক্ষন করা সম্ভব। আইডিসিওএল এমএফআই-সমূহ থেকে প্রাপ্ত ঋণের ৮০ শতাংশ এই সোলার পদ্ধতি কেনার জন্য গৃহস্থালি পরিবারগুলোর মধ্যে বিতরণ করে। এমএফআই-সমূহ তাদের তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এককভাবে যেটুকু কাজ করতে পারতো এই গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ঋণ তাদের সেই কর্মকান্ডকে অনেক বেশী বিস্তৃত করেছে।

সৌর বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী ইতোমধ্যে গ্রামীন অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল দিতে শুরু করেছে। দূরদর্শনের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বের সাথে গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এর মাধ্যমে সহস্রাধিক দক্ষ ও অদক্ষ লোকের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে গৃহভিত্তিক কাজের কর্ম-ঘন্টা যেমন বেড়েছে তেমনি ছাত্ররা দিনের আলো চলে যাওয়ার পরও লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে এবং সূর্যাস্থের পরও মহিলারা তাদের আয়-রোজগারের বিভিন্ন কাজ চালিয়ে যেতে পারছে। গ্রামীণ বাজারগুলোতে দোকানদারেরা ক্রেতাদের ধরে রাখার জন্য সোলার

হোম সিস্টেম ব্যবহার করে- যা তাদের জন্য বর্ধিত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ পরিবারগুলো এখন আর তাদের গৃহকে আলোকিত করার জন্য "কুপি বাতি" জ্বালায় না- যার ফলে অগ্নি দূর্ঘটনার ঝুঁকিও অনেক হ্রাস পেয়েছে। এই প্রকল্পের সুবিধাভোগকারীরা এও বলেছে যে- রাতের প্রস্ফুটিত আলো তাদের জীবনকে অনেকটা নিরাপদ করেছে।

এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধার কারণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে দুই লক্ষ এসএইচএস স্থাপনের জন্য আইডিসিওএল-কে আরো তহবিল যোগান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

-------------ooooo-----------------